সমকাল

যে কারণে কওমির স্বীকৃতি চান না ধর্মীয় নেতারা

■ রাজীব আহাম্মদ

শিক্ষার্থীরা চাইলেও কওমি মাদ্রাসার স্বীকৃতি চান না ধর্মভিত্তিক দলগুলোর অধিকাংশ নেতা। তাঁদের আশঙ্কা, স্বীকৃতি নিতে গেলে সরকারের নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে মাদ্রাসাগুলো। তখন ধর্মীয় নেতাদের কর্তৃত্ব আর থাকবে না। বিশ্লেষকরা বলছেন, ধর্মভিত্তিক দলগুলোর নেতারা তাদের গোষ্ঠীগত স্বার্থের কারণেই এ স্বীকৃতির বিরোধিতা করছেন। দীর্ঘদিন ধরে কওমি মাদ্রাসা শিক্ষার স্বীকৃতির দাবি জানিয়ে আসছে কওমি ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ১

যে কারণে কওমির স্বীকৃতি চান

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

মাদ্রাসাগুলো। ধর্মভিত্তিক দলগুলোর নেতারা শুধু সনদের স্বীকৃতি চান; সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ মানতে নারাজ তারা। তবে সাধারণ শিক্ষার্থীরা সরকারের নিয়ন্ত্রণ মেনেই স্বীকৃতি পেতে রাজি। সমকালের অনুসন্ধানে এসব তথ্য পাওয়া গেছে।

সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কওমি শিক্ষাকে স্বীকৃতি দিতে 'কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ' গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। কর্তৃপক্ষ গঠন আইনের খসড়াও চূড়ান্ত। তবে আইনটি পাস হওয়ার আগেই 'কওমি মাদ্রাসা সংরক্ষণ কমিটি'র ব্যানারে হেফাজতে ইসলামসহ দেশের প্রায় সব ধর্মভিত্তিক দল এর বিরোধিতায় নেমেছে। ঐতিহাসিকভাবে কওমিবিরোধী জামায়াতে ইসলামী; কিন্তু সেই জামায়াতও অসৎ রাজনৈতিক কারণে বিরোধিতা করছে। মহাজোট শরিক জাতীয় পার্টিও এর সঙ্গে যোগ দিয়েছে।

বর্তমানে দেশের কওমি মাদ্রাসাগুলো নিয়ন্ত্রণ করে ধর্মভিত্তিক দলের নেতাদের নিয়ন্ত্রণাধীন পাঁচটি বোর্ড। এ ছাড়া আঞ্চলিকভাবে আরও ১২টি বোর্ড রয়েছে। পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষাক্রম নিয়ন্ত্রণ করে বোর্ডগুলো। প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, পরীক্ষা গ্রহণ এবং সনদ প্রদানও করে বোর্ডগুলো। এর কোনো সরকারি স্বীকৃতি নেই। সরকারি হিসাবে বর্তমানে কওমি মাদ্রাসার মোট সংখ্যা ১৪ হাজার ১৩১টি। শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ১৪ লাখ। এসব মাদ্রাসার প্রায় ৮০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে সর্ববৃহৎ বোর্ড বেফাকুল মাদরাসিল আরাবিয়া (বেফাক)। বেফাকও ইতিমধ্যে আইনটি প্রত্যাখান করে প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে চিঠি দিয়েছে। বেফাক মহাসচিব মাওলানা আবদুল জব্বার সমকালকে এ তথ্য জানিয়ে বলেন, 'সরকার স্বীকৃতি দেওয়ার নামে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে মাদ্রাসার স্বকীয়তা ধ্বংসের ষড়যন্ত্র করছে। আমরা সরকারের কাছে চাকরি অনুদান চাই না। শুধু সনদের স্বীকৃতি চাই।'

মাদ্রাসাগুলোতে শুধু কোরআন-হাদিসসহ ধর্মীয় বিষয়াবলি পড়ানো হয়। খসড়া আইন অনুযায়ী সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কওমি মাদ্রাসাগুলোতেও বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান ও কম্পিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে চায় সরকার, যাতে কওমির শিক্ষার্থীরা প্রতিযোগিতা করে বড় প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতে পারে। পাঠ্যপুস্তক ও সূচি নির্ধারণ, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও পরীক্ষা গ্রহণ করবে সরকার গঠিত 'কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ'। সরকার স্বীকৃত হবে সনদ।

সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতো মাদ্রাসায় বাংলা, ইংরেজি পড়ানোর বিরোধী ধর্মভিত্তিক দলের নেতারা। খেলাফত আন্দোলনের মহাসচিব মাওলানা জাফরুল্লাহ খান সমকালকে বলেন, 'কওমি একটি বিশেষ ধারার পড়াশোনা। এখানে বাংলা, ইংরেজি পড়ার দরকার নেই। আমরা তো কারও কাছে চাকরি চাই না।' খেলাফত মজলিসের বায়তুল মাল সম্পাদক মাওলানা আতাউল্লাহ আমীন বলেন, 'বাস্তব কারণ থেকেই আমরা এর বিরোধিতা করছি। বাংলা, ইংরেজি পড়ানো হলে আর দশটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কওমির কোনো পার্থক্যই থাকবে না। কওমির যে স্বকীয়তা আছে, তা বিনষ্ট হবে।' ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত হলে কওমি শিক্ষার্থীরাও বিভিন্ন পেশায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। এর জবাবে তিনি বলেন, 'কওমিতে যখন একজন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়, তখন সে সরকারি-বেসরকারি চাকরি পাবে না জেনেই ভর্তি হয়। আলেম হওয়ার জন্য ভর্তি হয়। তার অন্য শিক্ষার দরকার নেই।'

সরকার সনদের স্বীকৃতি দিলে দীর্ঘদিনের দাবি আদায় হবে। তবু ধর্মভিত্তিক দলগুলো কেন এর বিরোধিতা করছে? এর জবাবে একাধিক আলেম-ওলামা সমকালকে বলেন, 'কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ' গঠন হলে মাদ্রাসাগুলো সরকারের নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে। মাদ্রাসার ব্যবস্থাপনাও আর ধর্মভিত্তিক দলগুলোর নেতাদের কাছে থাকবে না। গহরডাঙ্গা মাদ্রাসার মুহতামিম ও কওমি মাদ্রাসা জাতীয় শিক্ষা কমিশনের সদস্য সচিব মাওলানা রুহুল আমীন সমকালকে বলেন, 'যারা মনে করেন, মাদ্রাসা সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকলে কর্তৃত্ব থাকবে না, তারাই স্বীকৃতির বিরোধিতা করেন।'

বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক দলগুলোর বেশির ভাগের কার্যক্রম পরিচালিত হয় কওমি মাদ্রাসাগুলো থেকে। কওমিভিত্তিক দলগুলোর অন্যতম ইসলামী ঐক্যজোটের জোটভুক্ত সাতটি দল, খেলাফত আন্দোলন, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস, খেলাফতে মজলিস (ইসহাক), খেলাফতে ইসলাম, জমিয়তে উলামায়ে ইসলামসহ দলগুলোর নেতাকর্মী সবাই কওমি মাদ্রাসার। রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নন, দেশের শীর্ষ এমন দুই আলেম সমকালকে বলেন, যত বড় মাদ্রাসা নিয়ন্ত্রক, তত বড় নেতা। যে নেতার মাদ্রাসায় যত বেশি ছাত্র, তিনি তত ক্ষমতাবান।

ধর্মভিত্তিক দলগুলোর কার্যক্রমও পরিচালিত হয় কওমি মাদ্রাসাগুলো থেকে। দলীয় কার্যালয়ও মাদ্রাসা ভবনে। ইসলামী ঐক্যজোটের কার্যালয় লালবাগ জামেয়া আরাবিয়া কোরানিয়া মাদ্রাসায়। দলটির শীর্ষ নেতাদের সবাই এ মাদ্রাসার শিক্ষক। খেলাফত আন্দোলনের কার্যালয় কামরাঙ্গীরচরের জামেয়া নূরানী মাদ্রাসায়। এ দলটির নেতারাও এ মাদ্রাসার শিক্ষক। মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা দলীয় কর্মী। বাংলাদেশে খেলাফত মজলিসের পন্টনে একটি দুই কামরার কার্যালয় থাকলেও মোহাম্মদপুরের জামিয়া রহমানিয়া মাদ্রাসা থেকে দলের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। খেলাফতে ইসলামের কার্যক্রম পরিচালিত হয় লালবাগ মাদ্রাসা থেকে। জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম পরিচালিত হয় ফরিদাবাদের মাদ্রাসা থেকে।

এসব দলের জেলা কার্যালয়ও ওই সব জেলার বিভিন্ন মাদ্রাসায় অবস্থিত। যেমন- ময়মনসিংহের জমিয়া ইসলামী মাদ্রাসা ব্যবহৃত হয় ইসলামী ঐক্যজোটের কার্যালয় হিসেবে। ধর্মভিত্তিক সর্ববৃহৎ সংগঠন হেফাজতে ইসলামও পরিচালিত হয় চট্টগ্রামের হাটহাজারীর মাদ্রাসা থেকে। সংগঠনের মহানগর, জেলা ও উপজেলা শাখার কার্যক্রম পরিচালিত হয় ওই সব এলাকার মাদ্রাসাগুলো থেকে। কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা কমিশনের কো-চেয়ারম্যান মাওলানা ফরিদ উদ্দীন মাসউদ সমকালকে বলেন, 'সরকারের নিয়ন্ত্রণ এলে মাদ্রাসা থেকে আর রাজনীতি করা যাবে না। কোনো দেশেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে দল চালানো যায় না। মাদ্রাসা থেকে রাজনীতি না করতে পারলে যাদের ক্ষতি হবে, তারাই স্বীকৃতির বিরোধিতা করছেন।'

ধর্মভিত্তিক দলের নেতারা নিয়ন্ত্রণ মেনে স্বীকৃতি না চাইলেও সাধারণ শিক্ষার্থীরা স্বীকৃতির পক্ষে। কওমি মাদ্রাসা ছাত্র পরিষদের সভাপতি মাওলানা আবদুল্লাহ আল-মামুন সমকালকে বলেন, 'যারা মাদ্রাসা চালান, তারা নেতা আর ছাত্ররা কর্মী। কর্মী থাকবে না, তাই তারা স্বীকৃতি চান না। কিন্তু আমরা ছাত্ররা স্বীকৃতি চাই। আর সবার মতো আমরাও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশ নিতে চাই। মাদ্রাসায়ও মেধাবীরা পড়াশোনা করে, এটা প্রমাণ করতে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়াদের টপকে চাকরি পেতে চাই।'